২০২১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী কালীকৃষ্ণ গুহ

কিরণচন্দ্র ও আশালতার সন্তান কালীকৃষ্ণ গুহ-র জন্ম অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর (বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে রাজবাড়ি) জেলার ছাইবাড়িয়া গ্রামে, ১৯৪৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। শৈশবে পিতৃবিয়োগ ঘটায় এবং দেশভাগের কারণে বাল্যজীবন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে কেটেছে। গ্রামের বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে রাজবাড়ি শহরে এসে মাসির বাড়িতে থেকে গোয়ালন্দ হাই স্কুলে দু-বছর পড়ার পর কালীকৃষ্ণকে কলকাতায় চলে আসতে হয় ১৯৫৭ সালে। তার পর থেকে ওই মহানগরেই তাঁর স্থায়ী বসবাস।

১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে করণিক হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করেন কালীকৃষ্ণ। কিছুদিন পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি রাজ্য সিভিল সার্ভিসে (ডব্লিউ বি সি এস) যোগ দেন। কলা ও আইনে স্নাতক কালীকৃষ্ণ যোগ্যতার সঙ্গে আমলার দায়িত্ব পালন করে উপ সচিব হিসেবে স্বেচ্ছাবসর নেন ২০০২ সালে।

তাঁর কবিতাচর্চার শুরু গত শতকের ষাটের দশকের সূচনায় কলেজজীবনের প্রারম্ভে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রক্তাক্ত বেদীর পাশে' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। এখন পর্যন্ত কালীকৃষ্ণের প্রকাশিত কাব্যসংকলনের সংখ্যা পঁচিশ, এ-ছাড়া রয়েছে দুটি কাব্যনাটক, একটি গল্প-সংকলন আর বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচটা গদ্যগ্রন্থ। দে'জ থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' এবং ঋক প্রকাশন বের করেছে কবিতাসংগ্রহের দুটি খণ্ড। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ('নির্বাসন নাম ডাকনাম', ১৯৭২) প্রকাশের মধ্যে ব্যবধান পাঁচ বছরের। তার পর থেকে প্রতিটি দশকেই কালীকৃষ্ণের একাধিক বই প্রকাশ পেয়েছে।

কালীকৃষ্ণের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হে নিদ্রাহীন' (১৯৮৮), 'অন্ধত্বের প্রশ্নে জড়িত' (১৯৯১), 'খণ্ডিত সেই সূর্যোদয়' (১৯৯৪), 'অক্ষয়বটের দেশ পার হই' (১৯৯৭), 'গতজন্মের গ্রীষ্মকাল' (২০০১), 'অপার যে বিস্মরণ' (২০০৬), 'মলিন পাঠগ্রহণ' (২০১০), 'মালেকমাঝির ঘাট' (২০১৩)। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর চারটে কবিতা-সংকলন— 'বাড়িটা অন্ধকার হয়ে আছে', 'অস্তমিত পানাহার', 'তোমার অনুপস্থিতির পাশে', 'এই বিচরণভূমি'। আর সম্প্রতি প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'গতজন্মের কথা' (বাল্যস্মৃতি), 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' (নিবন্ধ), 'হেমন্তে আয়োজিত পাঠ' (প্রবন্ধ), 'অক্ষয়বটের দেশ' (প্রবন্ধ) এবং 'পিপুলগাছ থেকে পরিমল সোমের প্রশ্ন ও নীরবতা' (গল্প-সংকলন)।

অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত কালীকৃষ্ণ নিরীশ্বরবাদী অথচ কল্যাণভাবাশ্রয়ী, এই কবি প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজে পান সামগ্রিক সৃষ্টিরহস্য। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও যুক্তিবাদী মননের প্রেক্ষিতে রয়েছে এই মহাবৈশ্বিক প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আস্থা অপরিসীম, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান কবিতা ও সংগীতের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়। সেইসঙ্গে কালীকৃষ্ণ বিশ্বাস করেন, যে-কোনো লেখক ও শিল্পীরই থাকা উচিত সেই অহংকার যা আত্মরক্ষার সহায়ক, এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময়ে সমস্ত রকম হিংসা পরিত্যাজ্য। কাব্যকৃতির জন্য তিনি একাধিক ছোট পত্রিকা থেকে সম্মাননা লাভ করেছেন।